যুগান্তর

15 MAR 2017

ছাত্র সংসদের নামে আদায় ২২ লাখ টাকার হদিস নেই

রংপুর ব্যুরো

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৯ বছরেও তৈরি করা হয়নি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ গঠনের কাঠামোগত রূপ। নেই দৃশ্যমান উদ্যোগও। তবে ছাত্র সংসদ না থাকলেও এ পর্যন্ত এ বাবদ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রায় ২২ লাখ টাকা আদায় করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ টাকা কোন খাতে ব্যয় করা হয়েছে, তার কোনো হদিস নেই। এদিকে নানা প্রতিকূলতা আর অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলো। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নানা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৯ বছরেও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ গঠনের কাঠামোগত রূপ প্রদানে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। তবে ছাত্র সংসদের কোনো কার্যক্রম না থাকলেও প্রতি বছর এ বাবদ ফি আদায় করে আসছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। স্নাতক স্নাতকোত্তর ভর্তিকালীন প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ বাবদ ২০০ টাকা করে আদায় করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে গেছে এবং বর্তমান অধ্যয়নরত মিলে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল প্রায় ১১ হাজার। তাদের কাছে আদায় করা প্রায় ২২ লাখ টাকা কোন খাতে ব্যয় হয়, সে বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য জানাতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অথচ নিয়ম রয়েছে, শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর স্বার্থে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ গঠনের। সংসদ শিক্ষার্থীদের পাঠচর্চার পাশাপাশি সামাজিক সংগঠন হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের সহ-শিক্ষামূলক কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান করে। শুধু তাই নয়, সেশনজট নিরসন, পরিবহন সমস্যা, চিকিৎসাসেবা, আবাসিক সুবিধাসহ হলে ভর্তুকি, অতিরিক্ত শিক্ষা ফি বন্ধের দাবির মতো নানা অধিকার আদায়ে ছাত্র সংসদ শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেক্ষেত্রে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ জরুরি হয়ে পড়ছে বলে ছাত্রনেতা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা মনে করেন।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

অন্যদিকে, ছাত্র সংসদ না থাকলেও বিকল্প হিসেবে ছাত্র সংগঠনগুলো শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করার কথা। কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছে।

এ পরিস্থিতিতে ৪ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কমিটি স্থগিত করা হয়। কিন্তু মঙ্গলবার ঘোষণা করা হয় আগামী ৩ এপ্রিল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ছাত্রলীগ নেতাদের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের যাবতীয় কার্যক্রম কেন্দ্র থেকে স্থগিত ঘোষণা করে। ওই ঘটনাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আরেকটি ঘটনায় ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ অনেকের নামে পৃথক দুটি মামলাও দায়ের করা হয়েছে। মামলার আতংক আর কমিটিহীন ছাত্রলীগ নেতারা বর্তমানে অনেকটাই ছত্রভঙ্গ হয়ে অবস্থান করছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রকাশ্যে কোনো কার্যক্রম দেখা যায়নি। তবে ২০১৬ সালের ১৪ অক্টোবর ছাত্রদলের প্রথম কমিটি ঘোষণা করা হলেও বিভক্তির কারণে নিষ্ক্রিয় ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

ছাত্র সংসদের নামে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হয়ে আছে ছাত্রদল। আর জাতীয় ছাত্র সমাজের কমিটি থাকলেও মাঠে দেখা যায় না নেতাকর্মীদের। ছাত্র সংসদের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি যুগেশ ত্রিপুরা বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আমরা ছাত্র সংসদ গঠনের দাবি জানিয়ে আসছি। এ দাবিতে বিভিন্ন সময় কর্মসূচিও পালন করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্রচর্চার জন্য ছাত্র সংসদ নির্বাচন জরুরি হয়ে পড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. একেএম নূর-উন-নবী বলেন, ছাত্র সংসদ নির্বাচন গণতন্ত্র ও সংসদীয় চর্চার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এখন পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ গঠনের কাঠামোগত কোনো রূপ দেয়া সম্ভব হয়নি। তবে সহ-শিক্ষামূলক কার্যক্রম হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন ও পালন করছে। ভিসি বলেন, ডাকসুসহ অন্যান্য পথপ্রদর্শক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্র সংসদ কার্যকর করলে এ বিশ্ববিদ্যালয়েও করা হবে।